জানাজার নামাজ পরবর্তী দু'আর হুকুম

মুহম্মদ সদরুল আমিন (জগন্নাথপুরী)

জানাজা নামাজ পরবর্তী দু'আ নিয়ে বড়ই বিতর্ক পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু এটা এমন একটি বিষয় যা মোটেও বিতর্ক জনিত নয়। যার যার অবস্থানে থেকে ইস্তিহসানের দৃষ্টিতে বিচার করে নিলে কোনই ঝামেলা থাকেনা।

কিন্তু যেহেতু জানাজা নামাজ পরবর্তী দু'আ নাজায়েজ কিংবা বিদআত বলে কিছু ভাইয়েরা বিতর্ক সৃষ্টি করে সমাজে অশান্তির দাবানল ছড়িয়ে দিয়েছেন সেহেতু আমরা যারা দু'আ করি এবং দু'আকে জায়েজ কিংবা মোস্তাহসান মনে করি আমাদের উপর তার পক্ষে ফতওয়া দেয়া বা আমাদের আমলকে সাবিত করা আবশ্যক হয়ে যায়। এরই লক্ষে নিম্নে জানাজা নামাজ পরবর্তী দু'আ নিয়ে অল্প কিছু আলোচনা প্রদত্ব হলো-

প্রথম যে বিষয়টি আমাদের স্মরণে রাখতে হবে তা হলো জানাজার নামাজ আমাদের উপর ফরজ (কিফায়া)। এটা দু'আর উদ্দেশ্যে করা হয়, তাই বলে এটা দু'আ নয়; বরং নামাজ। যারা বলেন, জানাজা নামাজ নয়; দু'আ। উনারা কাবিলে ইহতেরাম আলেম নন বরং জিহালত গালিব থাকার কারনেই এমন বলে থাকেন।

আসুন আমরা জেনে নিই জানাজার দু'আ নয়; বরং এটা নামাজ।

** দয়াল নবীজী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার ঘোষনা হলো -

إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ رواه أبو داود.

অনুবাদঃ যখন তোমরা জানাজার ছালাত তথা নামাজ পড়ে নেবে তখন তার জন্য খাছ করে দু'আ করবে। (সুনান আবু দাউদ ৩১৯৯)

দয়াল নবীজী হুযুর নবীয়ে করীম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সহ উনার অনেক আছহাবগণকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন,

الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ لَا تُعَادُ ، وَلَكِنْ أُدْعُ لِلْمَيِّتِ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ. (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، ط دار الكتب العلمية ، ج ١ ص ٣١١ ، كتاب الاثر للشيباني ، ط دار الكتب العلمية ، ج ٢ ص ١٢٠ ، مبسوط للسرخسى ط دار المعرفة ج ٢ ص ٧٦)

অনুবাদঃ জানাজার নামাজ দ্বিতীয় বার পড়বেনা বরং মইয়্যিতের জন্য দু'আ কর। (বাদায়েউস সানায়ে, দারুল কুতুব আল ইলমিইয়্যাহ বৈরুতের ছাপা - ১/৩১১, কিতাবুল আসার দারুল কুতুব আল ইলমিইয়্যাহ বৈরুতের ছাপা ২/১২০, মাবসূত লিস সারাখসী, দারুল মা'রিফাহ বৈরুতের ছাপা, ২/৭৬)

আর হাদিস শরীফের কিতাব কিংবা ফিকহের কিতাবে জানাজার অধ্যায়ে জানাজার নামাজকে দু'আয়ে জানাজা কেউই বলেননি; সকলেই ছালাত বা নামাজ বলেছেন।

সুতরাং প্রমাণীত হলো, জানাজার নামাজ দু'আ নয়; বরং মইয়্যিতের জন্য দু'আর উদ্দেশ্যে স্বতন্ত্র একটি ফরজ নামাজ।

আর যেহেতু জানাজার নামাজ আদায় করা ফরজ (কিফায়া) সেহেতু জানাজার পরে দু'আ করাও অন্য ফরজ নামাজের হুকুমেরই অন্তর্ভুক্ত। ফরজ নামাজের পরে দু'আ করা সম্পর্কে হুযুর নবীয়ে করীম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার ঘোষনা হলো -

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، قَالَ : قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ : أَيُّ الدُّعَاءِ أَسْمَعُ ؟ قَالَ : جَوْفَ اللَّيْلِ الآخِرِ، وَدُبُرَ الصَّلَوَاتِ المَكْتُوبَاتِ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. (سنن الترمذي رقم الحديث ٣٤٩٩)

অনুবাদঃ হযরত আবু উমামা আল বাহেলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন দয়াল নবীজী হুযুর নবীয়ে করীম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার নিকট জিজ্ঞেস করা হলো, কোন সময়ের দু'আ বেশি গ্রহণযোগ্য হয় ? তিনি বললেনঃ শেষ রাতের মধ্যবর্তী সময়ের এবং ফরয নামাযগুলোর পরবর্তী দু'আ। ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, হাদিসটি হাসান পর্যায়ের। (সুনান আত তিরমিযী, হাদিস শরীফ নং - ৩৪৯৯)

এখানে বদমাযহাবীগণ বলে থাকেন, হাদিসে দুবুর (دُبُر) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এতে বুঝা যায়, নামাজের ভেতরের দু'আর কথাই নির্দেশিত কারণ دُبُر শব্দের অর্থ পাছা। আর পাছা তো প্রাণীর সাথে লাগানোই থাকে।

আমি তাদের কথার জবাব তাদের মত করে দেবনা। কারন, دُبُر শব্দটি যে শুধুমাত্র পাছা এ কথাটি হাস্যকরই নয়; বরং ইসলাম বিরুধীও বটে।

আসুন এবার আমরা জেনে নেব دُبُر এর হাকিকত। ছহিহ আল বুখারী كتاب الدعوات এর ১৮ নং পাঠের নাম হল باب الدعاء بعد الصلاة নামাজের পরের দু'আর পাঠ। এখানে ইমাম বুখারী মাত্র দু'খানা হাদিস এনেছেন। এই দু'খানা হাদিস শরীফেই دُبُر শব্দটি বিদ্যমান রয়েছে। যেমন -

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالدَّرَجَاتِ وَالنَّعِيمِ المُقِيمِ. قَالَ : كَيْفَ ذَاكَ ؟ قَالُوا : صَلَّوْا كَمَا صَلَّيْنَا، وَجَاهَدُوا كَمَا جَاهَدْنَا، وَأَنْفَقُوا مِنْ فُضُولِ أَمْوَالِهِمْ، وَلَيْسَتْ لَنَا أَمْوَالٌ. قَالَ : أَفَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَمْرٍ تُدْرِكُونَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، وَتَسْبِقُونَ مَنْ جَاءَ بَعْدَكُمْ ، وَلاَ يَأْتِي أَحَدٌ بِمِثْلِ مَا جِئْتُمْ بِهِ إِلَّا مَنْ جَاءَ بِمِثْلِهِ ؟ تُسَبِّحُونَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ عَشْرًا، وَتَحْمَدُونَ عَشْرًا، وَتُكَبِّرُونَ عَشْرًا. (صحيح البخاري رقم الحديث ٦٣٢٩)

অনুবাদঃ হযরত আবূ হুরাইরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। গরীব সহাবীগণ আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ! ধনী লোকেরা তো উচ্চমর্যাদা ও চিরস্থায়ী নি'য়ামত নিয়ে আমাদের থেকে এগিয়ে গেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ তা কেমন করে? তাঁরা বললেনঃ আমরা যে রকম সালাত আদায় করি, তাঁরাও সে রকম সালাত আদায় করেন। আমরা যেমন জিহাদ করি, তাঁরাও তেমন জিহাদ করেন এবং তাঁরা তাদের অতিরিক্ত মাল দিয়ে সদাকাহ-খয়রাত করেন; কিন্তু আমাদের কাছে সম্পদ নেই। তিনি বললেনঃ আমি কি তোমাদের একটি 'আমাল বাতলে দেব না, যে আমাল দ্বারা তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের মর্যাদা লাভ করতে পারবে, আর তোমাদের পরবর্তীদের চেয়ে এগিয়ে যেতে পারবে, আর তোমাদের মত আমাল কেউ করতে পারবে না, কেবলমাত্র যারা তোমাদের মত আমাল করবে তারা ব্যতীত।

تُسَبِّحُونَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ عَشْرًا، وَتَحْمَدُونَ عَشْرًا، وَتُكَبِّرُونَ عَشْرًا

সে আমাল হলো - তোমরা প্রত্যেক সালাতের পর ১০ বার 'সুবহানাল্লাহ' ১০ বার 'আলহামদু লিল্লাহ' এবং ১০ বার 'আল্লাহু আকবার' পাঠ করবে। (ছহিহ আল বুখারী, হাদিস শরীফ নং - ৬৩২৯)

এর পরের হাদিসে হুযুরের ঘোষণা হলো -

عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، قَالَ : كَتَبَ المُغِيرَةُ ، إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ إِذَا سَلَّمَ : لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ

لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ. (صحيح البخاري رقم الحديث ٦٣٣٠)

অনুবাদঃ হযরত মুগীরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হযরত মু'আবিয়াহ ইবনু আবি সুফিয়ান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমার নিকট পত্র মারফত লিখেন যে, كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ إِذَا سَلَّمَ হযরত নাবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক সালাতে সালাম ফিরানোর পর বলতেন, لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ - "আল্লাহ ব্যতীত আর কোন মা'বূদ নেই। তিনি একক। তাঁর কোন শরীক নেই। জগতের মালিক তিনিই, যাবতীয় প্রশংসা একমাত্র তাঁরই জন্যে। তিনি সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান। হে আল্লাহ! আপনি কাউকে যা দান করেন তাতে বাধা দেয়ার কেউ নেই। আর আপনি যাকে কোন কিছু দিতে বিরত থাকেন তাকে তা দেয়ার মতো কেউ নেই। ধনীর ধন তাকে তোমা হতে উপকার দিতে পারে না"। (ছহিহ আল বুখারী, হাদিস শরীফ নং - ৬৩৩০)

দয়াল নবীজী হুযুর নবীয়ে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরোও ইরশাদ ফরমায়েছেন,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ كَيْسَانَ الْمِصِّيصِيُّ ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ بِشْرٍ الطَّرَسُوسِيُّ ح وحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الْعَلَاءِ بْنِ زِبْرِيقٍ الْحِمْصِيُّ ثنا عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ح وحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ ثنا هَارُونُ بْنُ دَاوُدَ النَّجَّارُ الطَّرَسُوسِيُّ قَالُوا : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ الْأَلْهَانِيُّ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ :

(مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلَّا الْمَوْتُ زَادَ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي حَدِيثِهِ : وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ). { المعجم الكبير للطبراني ط مكتبة ابن تيمية ج ٨ ص ١٣٤ رقم الحديث ٧٥٣٢ }

অনুবাদঃ (৩টি বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হয়েছে হাদিস শরীফ খানা। প্রত্যেকেই বর্ণনা করেছেন) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু উমামা আল বাহেলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে। হযরত আবু উমামা আল বাহেলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলে মকবুল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি প্রতি ফরজ নামাজের পর আয়াতুল কুরসী পড়বে মৃত্যু ব্যতীত জান্নাতে প্রবেশ করতে তাকে কোন কিছুই বাধা প্রদান করবেনা। সনদে বর্ণিত ৩ রাবীর একজন মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম নিজ বর্ণনায়

সূরা এখলাছের কথাও অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন। (আল মু'জামুল কবীর, মাকতাবাহ ইবনে তাইমিইয়্যাহ এর ছাপা ৮/১৩৪, হাদিস শরীফ নং - ৭৫৩২)

এখানে ৩টি হাদিসেই নবীজী دبر শব্দ ব্যবহার করেছেন। যদি دبر দ্বারা নামাযের ভেতর অর্থ গ্রহন করা হয় তাহলে সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার দশবার দশবার করে, কিংবা لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدّ এই দু'আ, অথবা আয়াতুল কুরসী ইত্যাদি তাসবীহ হিসেবে নামাযের ভেতরে পড়া লাযিম হয়। আর তা নিঃসন্দেহে নামায ভঙ্গের কারন হবে।

আর পরিস্কার ভাষায় দুবুর শব্দের অর্থ হাদিস শরীফে বিদ্যমান রয়েছে যে, দুবুর হলো- إِذَا سَلَّمَ যখন সালাম ফেরাবে।

সুতরাং دبر শব্দের অর্থ যদিও পাছা কিন্তু প্রাণীর دبر আর নামাযের دبر এক নয়; বরং প্রাণীর دبر প্রাণীর সাথে লাগানো থাকে, যা পৃথক করলে প্রাণীর কাম শেষ। আর নামাযের دبر হলো إِذَا سَلَّمَ অর্থাৎ, যখন সালাম ফেরাবে। دبر কে নামাযের ভেতরে নিলে নামাযের কামও শেষ, মানে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে।

সুতরাং আমরা নির্দ্ধিধায় বলতে পারি, সালাম ফেরানোর পর অন্য নামায শুরুর আগ মুহুর্তকে নামাযের দুবুর বলে।

এখন প্রশ্নের বিষয় হলো, এক্ষেত্রে বদমাযহাবীরা কি ফতওয়া প্রদান করবেন ? তারা কি উপরুক্ত দু'আ সমূহ নামাযের ভেতরেই পড়বেন? এখানে তারা কোন ছহিহ হাদিসের আশ্রয় নেবেন ?

যাই হোক, উপরুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি, নামাযের পরে দু'আ আছে, তা দয়াল নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার হাদিস শরীফ থেকেই প্রমাণীত। আর জানাজার জন্য যেহেতু নামায ফরজ তাই এই নামাযের পরেও দু'আ আছে তা নিষেধ করার কোনই কারণ নেই।

** দু'আ আল্লাহ তা'আলার দরবারে কবুল হয় ঃ-

মহান আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের দু'আ কবুল করে থাকেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. (سورة الغافر ٦٠)

অনুবাদঃ আর তোমাদের রব ঘোষনা করেছেন, (হে আমার বান্দারা) আমার কাছে (দু'আ করো) চাও। আমি তোমাদের দু'আ কবুল করবো। (সূরা আল-গাফির ৬০)

নিম্নের হাদিস শরীফ থেকে আমরা আরোও দৃঢ় আশাবাদ ব্যাক্ত করতে পারি। যেমন ছহিহ আল বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে,

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ العَزِيزِ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيَعْزِمِ المَسْأَلَةَ، وَلاَ يَقُولَنَّ : اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ فَأَعْطِنِي، فَإِنَّهُ لاَ مُسْتَكْرِهَ لَهُ). { صحيح البخاري كتاب الدعوات باب لِيَعْزِمِ المَسْأَلَةَ، فَإِنَّهُ لاَ مُكْرِهَ لَهُ رقم ٦٣٣٨}

অনুবাদঃ খাদিমুর রাসূল হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ দু'আ করলে দু'আর সময় দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে দু'আ করবে এবং এ কথা বলবে না, হে আল্লাহ! আপনার ইচ্ছে হলে আমাকে কিছু দিন। কারণ আল্লাহ্কে বাধ্য করার কেউ নেই। (ছহিহ আল বুখারী ৬৩৩৮)

দু'আ এমন এক বিষয় যা কবুল হবেই। কারন, মরদুদ ইবলিসের দু'আও আল্লাহ কবুল করেছেন। যেমন আল্লাহ পাকের বাণী,

قَالَ فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ . قَالَ إِنَّكَ مِنَ المُنظَرِينَ.(سورة الاعراف ١٤-١٥)

অনুবাদঃ সে বল্লো, আমাকে কেয়ামত দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন। আল্লাহ বললেন, তোকে সময় দেয়া হল। (সূরা আল আ'রাফ ১৪-১৫)

এ সম্পর্কে ফতহুল বারী ফি ছাহিহিল বুখারী কিতাবে উল্লেখ আছে,

قَالَ بن عُيَيْنَةَ لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدًا الدُّعَاءَ مَا يَعْلَمُ فِي نَفْسِهِ يَعْنِي مِنَ التَّقْصِيرِ فَإِنَّ اللهَ قَدْ أَجَابَ دُعَاءَ شَرِّ خَلْقِهِ وَهُوَ إِبْلِيسُ حِينَ قَالَ رَبِّ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ . (فتح الباري في صحيح البخاري ، محقق عبد القادر شيبة الحمد ، ج ١١ ص ١٤٤-٤٥، مكتبة السلفية ج ١١ ص ١٤٠)

অনুবাদঃ হযরত সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা (রঃ) বলেন, কাউকে দু'আ করতে বাধা প্রদান করবেনা। কেননা বাধা প্রদানকারী ব্যক্তি যাকে বাধা দিচ্ছে বা যাকে ছোট করে দেখছে সে তার সম্পর্কে মোটেও অবগত নয়। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক তার সৃষ্টিকৃত মন্দ কোন লোকের দু'আও ফেরত

দেননা; কবুল করে থাকেন। যদিও সে ইবলিসই হোক না কেন। যেমন ইবলিস বলেছিল, আমাকে কেয়ামত দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন। (ফতহুল বারী ফি ছাহিহিল বুখারী, আব্দুল কাদির শাইবাতুল হামদের তাহকীক কৃত - ১১/১৪৪-৪৫, মাকতাবাতুস সালাফিইয়্যাহ ১১/১৪০)

** সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা এর পরিচয় ঃ

هو سفيان ابن عيينة (١٠٧ - ١٩٨ هجرية). أجمع الناس على صحة حديثه وروايته. تلاميذه : امام احمد بن حمبل ، و محمد بن ادريس الشافعي ، و يحيى بن معين ، و أبو بكر عبد الله بن محمد بن ابي شيبة. (ويكيبيديا)

অনুবাদঃ তিনি সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহ। জন্ম ১০৭ হিজরী, ইন্তেকাল ১৯৮ হিজরী। তার বর্ণিত হাদিস এবং রেওয়ায়েতের ক্ষেত্রে উম্মতের ইজমা হলো, তা ছহিহ। তার ছাত্রদের মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হলেন, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস আশ শাফেয়ী, ইয়াহইয়া ইবনে মুয়ীন, ইবনে আবি শাইবাহ রাহিমাহুমুল্লাহু আনহুম। (সূত্র ঃ উইকিপিডিয়া)

জানাজার নামাজ পরবর্তী দু'আ

আমরা আগেই প্রমাণ করেছি নামাজের পরে দু'আ আছে। আর জানাজা দাফনের পূর্বে যেহেতু নামাজ পড়তে হয় আর তাও আবার ফরজ নামাজ সেহেতু আলাদা ভাবে তার পরে দু'আ করার বৈধতা প্রমাণের জরূরত নেই। কারন, ফরজ নামাযের পর দু'আ করা সুন্নত।

কিন্তু অজ্ঞতা হেতু অনেক লোকই জানাজার নামাজের পর দু'আ করা নিয়ে বিতর্ক করে থাকেন। কেউ কেউ বাড়াবাড়ী করে নাজায়েজ এমনকি হারাম পর্যন্ত ফতওয়া দিয়ে থাকেন।

জানাজার নামাজের পর দু'আ করতে বাধা প্রদানকারী ভাইদের বক্তব্য হলো -

০১. রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আ করেননি, তাই বিদআত।

০২. জানাজা হলো দু'আ, তাই দু'আর পরে আবার দু'আ কি ?

০৩. জানাজার নামাজে মৃতব্যক্তির জন্য দু'আ করা হয়, তাই এক দু'আ করে আরেক দু'আর প্রয়োজন নেই।

০৪. ফিকহের কিতাবে জানাজার নামাজ পড়ে দু'আ করতে নিষেধ করা হয়েছে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

উনাদের উপরুক্ত অভিযোগ সমূহের সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়ে আমাদের মূল আলোচনা শুরু করবো ইনশাআল্লাহ।

**** উনাদের প্রথম অভিযোগ "রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আ করেননি তাই বিদআত"।**

জবাবঃ এখানে তাদের এই বক্তব্যের জবাবে আমি বলবো, এটা উনাদের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অভিযোগ। আমি এটাকে মুখস্ত অভিযোগ বলে থাকি। এখানে আমরা যতই দলিল দেব কোনই কাজ হবেনা। উনাদের নিকট আমার প্রশ্ন হলো,

ক. প্রচলিত ছয় উসূলী তাবলীগ রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করছেন কি?

খ. রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের নামাযের পর লাইন ধরে হেটে নির্ধারিত তরীকায় গাশত করছেন কি?

গ. রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্ধারিত ফজিলতের কিতাব পড়ে সাহাবীদেরকে শুনিয়েছেন কি?

ঘ. বার্ষিক ইজতেমা, জোড় ইজতেমা এগুলো রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, কিংবা ছাহাবা, তাবেয়ীন, তাবে তাবেয়ীন, অনুস্বরণীয় ইমাম-মুজতাহিদ গণের কেউ করছেন কি?

ঙ. ৩ দিনের ছিল্লা, ৪০ দিনের ছিল্লা, মাসিক ছিল্লা, বছরী ছিল্লা ইত্যাদি রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, কিংবা ছাহাবা, তাবেয়ীন, তাবে তাবেয়ীন, অনুস্বরণীয় ইমাম-মুজতাহিদ গণের কেউ করছেন কি?

চ. দশ সালা, বিশ সালা, চল্লিশ সালা, ষাট সালা দস্তারবন্দী রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, কিংবা ছাহাবা, তাবেয়ীন, তাবে তাবেয়ীন, অনুস্বরণীয় ইমাম-মুজতাহিদ গণের কেউ করছেন কি?

ছ. প্রচলিত পদ্ধতিতে তাফসীর মাহফিল, বার্ষিক সভা, এনামী জলছা, সালানা ইজলাস ইত্যাদি রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, কিংবা ছাহাবা, তাবেয়ীন, তাবে তাবেয়ীন, অনুস্বরণীয় ইমাম-মুজতাহিদ গণের কেউ করছেন কি? আর বাকীগুলো থাক।

প্রিয় পাঠক ! উনারা এগুলো সহ আরোও অনেক নতুন আবিস্কৃত বিদআত কাজ করে থাকেন। এবং এগুলো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে গ্রামে, গঞ্জে, চাঁদা কালেকশনে নামেন। বহুত ফায়দা আছে বলে লোকদেরকে বুঝিয়ে থাকেন।

এখানে আমাদের জিজ্ঞাসা হলো, উনারা যেসকল নতুন কাজ গুলো করতেছেন তা কি বিদআত নয়? উনাদের সকল কাজ গুলোই কি নবীর জামানায় ছিল? এসব প্রশ্নের জবাব এখন সময়ের দাবী, প্রতিটি মুমিন-মুসলমানের ঈমানী দাবী।

প্রিয় সুধী! যারা বলেন, জানাজার নামাজ আদায় করে নবীজী হুযুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আ করেন নি, তারা কি এ ধরণের কোন নির্দেশনা দেখাতে পারবেন, যেখানে নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আ করতে নিষেধ করেছেন? যদি না পারেন, তাহলে শরীয়তের উছূল ان اصل الأشياء اباحة "নিশ্চয়ই প্রত্যেক বস্তুর মূল হলো ইবাহত বা বৈধতা। সুতরাং এ ক্ষেত্রে নবীজী হুযুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে নিষেধ না থাকাটাই তার বৈধতার দলিল।

এছাড়াও জানাজা পরবর্তী দু'আ নবীজী হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক অনুমোদিত একটি বিষয়। কেননা নবীজী হুযুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত হয়েছে,

رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَمَّا فَرَغَ جَاءَ عُمَرُ وَمَعَهُ قَوْمٌ فَأَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ ثَانِيًا ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ : صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ لَا تُعَادُ ، وَلَكِنْ ادْعُ لِلْمَيِّتِ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ . (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، ط دار الكتب العلمية ، ج ١ ص ٣١١ ، كتاب الاثر للشيباني ، ط دار الكتب العلمية ، ج ٢ ص ١٢٠ ، مبسوط للسرخسى ط دار المعرفة ج ٢ ص ٧٦)

অনুবাদঃ হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত, তিনি এক জানাজার নামাজ পড়লেন। নামাজ শেষে হযরত উমর ফারুক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এক জামাত ছাহাবী নিয়ে উপস্থিত হলেন। অতঃপর তিনি দ্বিতীয়বার জানাজা পড়ার ইচ্ছা করলে নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন, জানাজার নামাজ দ্বিতীয়বার পড়না; বরং মইয়্যিতের জন্য দু'আ করো আর তাঁর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো। (বাদায়েউস সানায়ে, দারুল কুতুব আল ইলমিইয়্যাহ বৈরুতের ছাপা - ১/৩১১, কিতাবুল আসার দারুল কুতুব আল ইলমিইয়্যাহ বৈরুতের ছাপা ২/১২০, মাবসূত লিস সারাখসী, দারুল মা'রিফাহ বৈরুতের ছাপা, ২/৭৬)

অন্য হাদিস শরিফে ইরশাদ হচ্ছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ أَنَّهُ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ عَلَى جِنَازَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَلَمَّا حَضَرَ قَالَ : إِنْ سَبَقْتُمُونِي بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ فَلَا تَسْبِقُونِي بِالدُّعَاءِ لَهُ. (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، ط دار الكتب العلمية ، ج ١ ص ٣١١ ، كتاب الاثر للشيباني ، ط دار الكتب العلمية ، ج ٢ ص ١٢٠ ، مبسوط للسرخسى ط دار المعرفة ج ٢ ص ٧٦)

অনুবাদঃ প্রখ্যাত ছাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু খলিফাতুল মুসলিমীন হযরত উমর ফারুক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর জানাজা পেলেন না। অতঃপর তিনি যখন উপস্থিত হলেন, উপস্থিত সকলকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আপনারা আমার আগে জানাজার নামাজ পড়ে নিয়েছেন, তবে দু'আর ক্ষেত্রে আমার অগ্রবর্তী হবেন না। (বাদায়েউস সানায়ে, দারুল কুতুব আল ইলমিইয়্যাহ বৈরুতের ছাপা - ১/৩১১, কিতাবুল আসার দারুল কুতুব আল ইলমিইয়্যাহ বৈরুতের ছাপা ২/১২০, মাবসূত লিস সারাখসী, দারুল মা'রিফাহ বৈরুতের ছাপা, ২/৭৬)

**** <u>উনাদের দ্বিতীয় অভিযোগঃ জানাজা হলো দু'আ, তাই দু'আর পরে আবার দু'আ কি</u> ?**

জবাবঃ জানাজা নামাজ নয়; দু'আ, এই ফতওয়া কোন কিতাবে আছে আগে পেশ করুন। তারপর আমরা জবাব দেব। আর তার কিছু জবাব পুর্বে দেয়া হয়েছে।

**** <u>উনাদের তৃতীয় অভিযোগঃ "জানাজার নামাজে মৃতব্যক্তির জন্য দু'আ করা হয় তাই এক দো'আ করে আরেক দু'আ র প্রয়োজন নেই</u>"।**

জবাবঃ উনারা যদি মাযহাব মেনে থাকেন তাহলে উনাদের প্রতি পালটা প্রশ্ন হলো, ফরজ, সুন্নত, কিংবা নফল প্রত্যেক নামাজেরই শেষ রাকাতে সর্বশেষ কাজ হলো নিম্নোক্ত দু'আ পড়া -

اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. (صحيح البخاري ٨٣٤ ، صحيح مسلم ٢٧٠٥)

অনুবাদঃ "হে আল্লাহ্! আমি নিজের উপর অধিক জুলুম করেছি। আপনি ছাড়া সে অপরাধ ক্ষমা করার আর কেউ নেই। আপনার পক্ষ হতে আমাকে তা ক্ষমা করে দিন এবং আমার উপর রহমত বর্ষণ করুন। নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান"। (ছহিহ আল-বুখারী, হাদিস শরীফ নং - ৮৩৪, ছহিহ মুসলিম হাদিস শরীফ নং - ২৭০৫)

নিশ্চয়ই উনারা পড়েন আমরাও পড়ি। এই দু'আ পড়েই সালাম ফেরাই, সালাম ফিরায়েই দু'হাত তুলে দু'আ করি। এখানে তো দু'আর পরেই দু'আ হলো। তাহলে কি বদমাযহাবীদের মত উনারাও ফরজ, সুন্নত, কিংবা নফল নামাজের পর ইজতেমায়ী / ইনফেরাদী সুন্নত দু'আ ছেড়ে দেবেন?

আর না ছাড়লে জানাজার নামাজ পরবর্তী দু'আর ক্ষেত্রে এই অভিযোগ কি জিইয়ে রাখবেন না লা-জওয়াব হয়ে লাইনে আসবেন?

তবে হ্যাঁ, কেউ বলতে পারেন যে, বাযযাযিয়ার লেখক ইমাম কারদারী (ইন্তেকাল ৮২৭ হিজরী) রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

لا يقوم بالدعاء بعد صلاة الجنازة لانه دعا مرة لان اكثرها دعاء. (بزازية ج ٤ ص ٨٠)

অনুবাদঃ জানানাযার নামাযের পর দু'আর জন্য দাঁড়াবেনা। কেননা, জানাজার নামাযের অধিকাংশই দু'আ আর দু'আ একবার। (বাযযাযিয়াহ ৪/৮০)

এখানে উনি যা বলেছেন তাতে প্রমাণ হয়, দু'আ একবারের অধিক করার দরকার নেই। এক্ষেত্রে আমি বলবো, উনার এ কথাটির উপরই আমল করতে হবে এর বিপরীত করা যাবেনা এ ধরণের ইমাম তিনি নন। তারপরও উনার ২৪০ বছর আগে আল্লামা ইমাম কাসানী রাহিমাহুল্লাহ এই ফতওয়াটি দিয়ে দিয়েছে যে, দু'আ বারবার হওয়াতে কোন অসুবিধা নেই।

যেমন, ইমাম কাসানী রাহিমাহুল্লাহ (ইন্তেকাল ৫৮৭ হিজরী) বলেছেন,

وَكَذَا الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ صَلَّوْا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَاعَةً بَعْدَ جَمَاعَةٍ؛ وَلِأَنَّهَا دُعَاءٌ ، وَلَا بَأْسَ بِتَكْرَارِ الدُّعَاءِ ؛ وَلِأَنَّ حَقَّ الْمَيِّتِ. (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، ط دار الكتب العلمية ، ج ١ ص ٣١١)

অনুবাদঃ আর এভাবে ছাহাবায়ে কেরাম রিদ্বওয়ানুল্লাহ আলাইহিম আজমাঈনগণ নবীজী হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার জানাজার নামাজ জামাতের পর জামাতের মাধ্যমে আদায় করেছেন। আর নিশ্চয়ই এটা ছিল দু'আ; আর দু'আ বারবার হওয়াতে কোনই দূষ নেই। আর দু'আ অবশ্যই মৃতব্যক্তির হক বা পাওনা। (বাদায়েউস সানায়ে, দারুল কুতুব আল ইলমিইয়্যাহ বৈরুতের ছাপা - ১/৩১১)

সুতরাং, কোন অযুহাতেই দু'আর উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করার কোনই উপায় নেই।

**** উনাদের চতুর্থ অভিযোগঃ "ফিকহের কিতাবে জানাজার নামাজ পড়ে দু'আ করতে নিষেধ করা হয়েছে"। তাই উনারা দু'আ করবেন না।**

জবাবঃ ফিকহের কিতাবে জানাজার নামাজ পরবর্তী দু'আর পক্ষেও আছে আবার বিপক্ষেও আছে। তো উনারা যে শুধু বিপক্ষেরটা দেখলেন পক্ষেরটা দেখলেন না! এই ক্ষেত্রে উনাদেরকে কি বলা যায়? পাঠকই বলুন!!

দুই কারনে ফিকহের কিতাবে ফকিহদের অনেকে জানাজার নামাজ পরবর্তী দু'আ না করতে বলেছেন। কিন্তু উনারা না মাকরূহ বলেছেন না বিদআত! বরং উনারা বলেছেন, لَا يَدْعُو "দু'আ করবেনা"। আবার কেউ বলেছেন, لا يقوم "দাঁড়াবেনা"। উনাদের এই কথায় না মাকরূহ হয়, না বিদআত!

ফকিহগণ কেন বললেন এসব কথা, তার কারণ হলো, মাযহাবে হানাফীতে তকরারুল জানাজা (জানাজা দ্বিতীয়বার পড়া) নেই, আর চার তাকবীরের পর সালাম ফেরানো বাধ্যতা মূলক। পঞ্চম তাকবীর দেয়া যাবেনা।

এখন কেউ যদি জানাজা শেষে কাতারে দাঁড়িয়ে দু'আ শুরু করে তাহলে কেউ ফিৎনায় পড়ে যেতে পারে। কেননা এক্ষেত্রে উপরুক্ত দুইটি বিষয়েরই সম্ভাবনা লাজিম হয়ে যায়।

কিন্তু কেউ যদি কাতারে না দাঁড়িয়ে কাতার ভঙ্গ করে নিয়ে ঈসালে সাওয়াবের নিমিত্তে অতিরিক্ত কিছু করে (যেমন আমরা করে থাকি, সুরা ফাতেহা ১ বার, সুরা এখলাছ ৩ বার, দরূদ শরীফ পাঁচবার ইত্যাদি) তাহলে তা কোন মতেই নাজায়েজ হতে পারেনা।

জানাজার নামাজ পরবর্তী দো'আয় দয়াল নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার নির্দেশনা

হাদিস শরীফে উল্লেখ আছে,

رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَمَّا فَرَغَ جَاءَ عُمَرُ وَمَعَهُ قَوْمٌ فَأَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ ثَانِيًا ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ لَا تُعَادُ ، وَلَكِنْ ادْعُ لِلْمَيِّتِ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ .(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، ط دار الكتب العلمية ، ج ١ ص ٣١١ ، كتاب الاثر للشيباني ، ط دار الكتب العلمية ، ج ٢ ص ١٢٠ ، مبسوط للسرخسى ط دار المعرفة ج ٢ ص ٧٦)

অনুবাদঃ হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত, তিনি এক জানাজার নামাজ পড়লেন। নামাজ শেষে হযরত উমর ফারুক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এক জামাত ছাহাবী নিয়ে উপস্থিত হলেন। অতঃপর তিনি দ্বিতীয়বার জানাজা পড়ার ইচ্ছা করলে নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন, জানাজার নামাজ দ্বিতীয়বার পড়না; বরং মইয়্যিতের জন্য দু'আ করো আর তাঁর

জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো। (বাদায়েউস সানায়ে, দারুল কুতুব আল ইলমিইয়্যাহ বৈরুতের ছাপা - ১/৩১১, কিতাবুল আসার দারুল কুতুব আল ইলমিইয়্যাহ বৈরুতের ছাপা ২/১২০, মাবসূত লিস সারাখসী, দারুল মা'রিফাহ বৈরুতের ছাপা, ২/৭৬)

অন্য হাদিস শরিফে ইরশাদ হচ্ছে,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ أَنَّهُ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ عَلَى جِنَازَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَلَمَّا حَضَرَ قَالَ : إِنْ سَبَقْتُمُونِي بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ فَلَا تَسْبِقُونِي بِالدُّعَاءِ لَهُ. (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، ط دار الكتب العلمية ، ج ١ ص ٣١١ ، كتاب الاثر للشيباني ، ط دار الكتب العلمية ، ج ٢ ص ١٢٠ ، مبسوط للسرخسى ط دار المعرفة ج ٢ ص ٧٦)

অনুবাদঃ প্রখ্যাত ছাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু খলিফাতুল মুসলিমীন হযরত উমর ফারুক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর জানাজা পেলেন না। অতঃপর তিনি যখন উপস্থিত হলেন, উপস্থিত সকলকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আপনারা আমার আগে জানাজার নামাজ পড়ে নিয়েছেন, তবে দু'আর ক্ষেত্রে আমার অগ্রবর্তী হবেন না। (বাদায়েউস সানায়ে, দারুল কুতুব আল ইলমিইয়্যাহ বৈরুতের ছাপা - ১/৩১১, কিতাবুল আসার দারুল কুতুব আল ইলমিইয়্যাহ বৈরুতের ছাপা ২/১২০, মাবসূত লিস সারাখসী, দারুল মা'রিফাহ বৈরুতের ছাপা, ২/৭৬)

এখানে অনেক জ্ঞানীরা বলতে চেষ্টা করবেন, এবং অনেকে বলেই ফেলেছেন যে, যারা জানাজা পায়নি তাদের জন্যই হুকুম হলো, নামাজ দ্বিতীয়বার না পড়ে দু'আ করবেন!

হায়! একি বলেন ইনারা !!

নাজায়েজ কাজ আবার ক্ষেত্র বিশেষ জায়েজ হয়ে যায় কেমনে? আর যারা জানাজা পায়নি তারাই দু'আ করতে পারবে আর কেউ পারবেনা, এর দলিল উনারা কোন কিতাব থেকে আবিস্কার করলেন?

হানাফী ফিকহের কিতাব সমূহে জানাজার নামাজ পরবর্তী দু'আর হুকুম

** আল্লামা ইমাম শুরুম্বোলালী রাহিমাহুল্লাহ (৯৯৪-১০৬৯ হিজরী) তার কিতাবে বলেন,

(وَيُسَلِّمُ) وجوباً (بعد) التكبيرة (الرابعةِ من غير دعاءٍ) بعدها (في ظاهر الرواية) ، واستحسن بعض المشائخ أن يقال : رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، او رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ

الْوَهَّابُ. (امداد الفتاح شرح نور الايضاح و نجاة الارواح، تحقيق بشار بكري عرابي ص ٥٨٤)

অনুবাদঃ আর চতুর্থ তাকবীরের পর সালাম ফেরাবে (ওয়াজিব হিসেবে)। তার পরে (কাতারে দাঁড়িয়ে) আর কোন দু'আ করবেনা (এটাই জাহিরে রেওয়ায়েত)। কিন্তু মাযহাবের কোন কোন মাশায়েখে এজাম তথা ইমাম ও ফকীহগণ নিম্নোক্ত দু'আ করাকে মুস্তাহসান বলে রায় দিয়েছেন,

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، او رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ.

হে পরওয়ারদেগার! আমাদিগকে দুনয়াতেও কল্যাণ দান কর এবং আখেরাতেও কল্যাণ দান কর এবং আমাদিগকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা কর। অথবা, হে আমাদের পালনকর্তা! সরল পথ প্রদর্শনের পর তুমি আমাদের অন্তরকে সত্যলংঘনে প্রবৃত্ত করোনা এবং তোমার নিকট থেকে আমাদিগকে অনুগ্রহ দান কর। তুমিই সব কিছুর দাতা। (ইমদাদুল ফাত্তাহ ৫৮৪ নং পৃষ্টা)

** আল্লামা ইমাম ইবনু নুজাইম আল মিছরী আল হানাফী রাহিমাহুল্লাহ (৯২৬-৯৭০ হিজরী) তার কিতাবে বলেন,

(وبتسليمتين بعد) التكبيرة (الرابعة) من غير دعاء بعدها في ظاهر المذهب واختاره بعض المشايخ أنه يقول : ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وبعضهم قال : اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله وبعضهم قال : ربنا لا تزغ قلوبنا إلى آخره وبعضهم قال : سبحان ربك رب العزة عما يصفون. (النهر الفائق، ط دار الكتب العلمية، ج ١ ص ٣٩٤)

অনুবাদঃ আর চতুর্থ তাকবীরের পর দুইদিকে সালাম ফেরাবে। তার পরে (কাতারে দাঁড়িয়ে) আর কোন দু'আ করবেনা (এটাই জাহিরে মাজহাব)। কিন্তু মাযহাবের কোন কোন মাশায়েখে এজাম তথা ইমাম ও ফকীহগণ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة এই দু'আ করাকে এখতিয়ার প্রদান করেছেন। আবার কেউ اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله এই দু'আ করতে বলেছেন। আবার কেউ ربنا لا تزغ قلوبنا إلى آخره দু'আ করেতে বলেছেন। আবার কেউ سبحان ربك رب العزة عما يصفون এই দু'আর কথা বলেছেন। (আন নাহরুল ফায়েক, দারুল কুতুব আল ইলমিইয়্যাহ বৈরূতের ছাপা - ১/৩৯৪)

** আল্লামা ইমাম ইবনু নুজাইম আল মিছরী আল হানাফী রাহিমাহুল্লাহ (৯২৬-৯৭০ হিজরী) আরোও বলেন,

وَقِيْلَ يَقُولُ اللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً إِلَى آخِرِهِ وَقِيلَ {رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا} [آل عمران: ٨] إِلَى آخِرِهِ وَقِيلَ يُخَيَّرُ بَيْنَ السُّكُوتِ وَالدُّعَاءِ.(البحر الرائق ط دار الكتاب الإسلامي ج ٢ ص ١٩٧، دار الكتب العلمية ج ٢ ص ٣٢١)

অনুবাদঃ কেউ বলেছেন, اللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً إِلَى آخِرِهِ দু'আ করবে। আবার কেউ বলেছেন {رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا} [آل عمران: ٨] إِلَى آخِرِهِ. দু'আ করবে। আবার কেউ দু'আ করা না করার ব্যপারে এখতিয়ার প্রদান করেছেন, ইচ্ছা হলে দু'আ করবে না হলে না করবে। (আল বাহরুর রায়েক, দারুল কিতাব আল ইসলামী বৈরূতের ছাপা ২/১৯৭, দারুল কুতুব আল ইলমিইয়্যাহ বৈরূতের ছাপা - ২/৩২১)

প্রিয় পাঠক ! উপরুক্ত ৩টি ফিকহী দলিল পড়ুন আর হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করুন। দেখুন এখানে দুটি করে মত দেয়া আছে। দু'আ করবেনা যারা বলেছেন উনারা ঐ কথাই বুঝিয়েছেন যে, কাতারে দাঁড়িয়ে দু'আ করতে যাবেনা। কেননা এতে تكرار \ اعادة "দ্বিতীয়বার জানাজা পড়া" কিংবা الزيادة "চার তাকবীরের অতিরিক্ত করা" হয়ে যাচ্ছে মনে হবে এবং এতে লোকেরা ফিৎনায় পড়বে।

আর যারা বলেছেন দু'আ করবে, তাদের বক্তব্য হলো- কাতার ভঙ্গ করে তারপর দু'আ করবে। আর এই ব্যাখ্যা আমার ব্যক্তিগত নয়; বরং উলামায়ে দেওবন্দের বিজ্ঞ মুফতিয়ানে কেরামের ব্যাখ্যা। যেমন, উনাদের একজন মুফতী আব্দুল হক হাককানী দেওবন্দী বলছেন,

تکرار دعا بذات خود ممنوع نہیں ہے ورنہ اوقات خمسہ میں سلام سے قبل دعا کرنے کی وجہ سے دعا بعد السلام کا ممنوع ہونا لازم ہوگا ۔

پس بناء بر تحقیق یہ کراہت تشبیہ پر مبنی ہوگی کہ اس دعاء سے نماز جنازہ پر زیادت اور توہم تکرار لازم آتے ہیں ، جیساکہ فرائض کے بعد متصل اسی مکان میں سنت پڑہنا بہی اسی وجہ سے مکروہ ہے ۔

اور تشبیہہ اس وقت لازم ہوتی ہے جب صفوف میں کہڑے ہوکر دعا کی جائے اور چونکہ کسرالصفوف کے بعد یہ تشبیہ موجود نہیں ہوتی لہٰذا کراہیت بہی نہ ہوگی - (فتاوی حقانية ج ٢ ص ٥٧)

অনুবাদঃ তাকরারে দু'আ (দু'আ বার বার হওয়া) মূলতঃ নিষেধ নয়। সুতরাং জানাজার নামাজের পর তাকরারে দু'আর অজুহাতে দু'আ নিষেধ করলে পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজের পর একই অজুহাতে ফরজ নামাজ পরবর্তী (সুন্নত) দু'আ নিষেধ হওয়া লাজিম হয়ে পড়ে। (কারণ, শেষ বৈঠকে اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا পড়ে সালাম ফিরায়েই দু'হাত তুলে মুনাজাত করা হয়ে থাকে)।

সুতরাং বিশদ তাহকীকের পর একথাই বলা যায় যে, ঐ দু'আ-ই মাকরূহ, যে দু'আর মাধ্যমে "তাকরারে জানাজা"(জানাজা একাধিক বার পড়া) কিংবা "যিয়াদাত" (চার তাকবীরের বেশী হওয়া)'র ধারণা পয়দা হয়ে পড়ে।

যেমন, এই একই কারণে ফরজ নামাজ পড়ে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে সুন্নত নামাজ পড়া মাকরূহ।

এবং জানাজার নামাজ পরবর্তী দু'আর ক্ষেত্রে {"তাকরারে জানাজা"(জানাজা একাধিক বার পড়া) কিংবা "যিয়াদাত" (চার তাকবীরের বেশী হওয়া)'র ধারণা} তখনই পয়দা হবে যখন কাতারে দাঁড়িয়ে দু'আ করা হবে। কিন্তু যদি কাতার ভঙ্গ করে দু'আ করা হয় তখন আর এই তাশবীহ থাকেনা। সুতরাং এ ক্ষেত্রে জানাজার নামাজের পর দু'আ করা কোন মতেই মাকরূহ হবেনা। (ফতওয়া হাক্কানিয়া ২/৫৭)

** আল্লামা ইমাম ইবনু নুজাইম আল মিছরী আল হানাফী রাহিমাহুল্লাহ (৯২৬-৯৭০ হিজরী) আরোও বলেন,

وَقُيِّدَ بِقَوْلِهِ بَعْدَ الثَّالِثَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدْعُو بَعْدَ التَّسْلِيمِ كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ وَعَنْ الْفَضْلِيِّ لَا بَأْسَ بِهِ.(البحر الرائق ط دار الكتاب الإسلامي ج ٢ ص ١٩٧، دار الكتب العلمية ج ٢ ص ٣٢١)

অনুবাদঃ আর দু'আ (তথা اللهم اغفر لحينا ইত্যাদি পড়াকে) তৃতীয় তাকবীরের পর নির্ধারিত (অধীন) করে দেয়া হয়েছে। কেননা সালাম ফেরানোর পর (কাতারে দাঁড়িয়ে) কোন দু'আ নেই , এ অভিমতটি খুলাছা কিতাবে আছে। আর হানাফী মাযহাবের মশহুর ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল ফদ্বল আবু বকর আল ফদ্বলী আল কামারী আল বুখারী রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, (জানাজার নামাজের পর) দু'আ

করাতে কোন অসুবিধা নেই (বরং মোস্তাহাব)। (আল বাহরুর রায়েক, দারুল কিতাব আল ইসলামী বৈরূতের ছাপা ২/১৯৭, দারুল কুতুব আল ইলমিইয়্যাহ বৈরূতের ছাপা - ২/৩২১)

দেখুন ! এখানে খুলাছাতুল ফতওয়ার লিখক ইফতেখার উদ্দীন তাহের ইবনে আহমদ আল-বুখারী আল হানাফী রাহিমাহুল্লাহ'র (ইন্তেকাল ৫৪২ হিজরী) উদ্ধৃতী দিয়ে আল্লামা ইবনু নুজাইম আল মিছরী আল হানাফী রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, لَا يَدْعُو দু'আ করবেনা।

অপর দিকে হানাফী মাযহাবের মশহুর ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল ফদ্বল আবু বকর আল ফদ্বলী আল কামারী আল বুখারী আল হানাফী (ইন্তেকাল ৩৮১ হিজরী) রাহিমাহুল্লাহ'র উদ্ধৃতী দিয়ে তিনি বলেছেন, لَا بَأْسَ بِهِ "দু'আ করাতে কোনই অসুবিধা নেই" তথা মুস্তাহাব।

এখানে আপনি যেকোনটি গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু আল্লাহ যদি আপনাকে স্বাধীন বিবেক দান করে থাকেন আর আপনিও সেটাকে স্বাধীন ভাবেই রাখেন তাহলে অবশ্যই দ্বিতীয়টি গ্রহণ করতে আপনি বাধ্য।

কেননা, একদিকে ইমাম ফদ্বলী ছাহিবে খুলাসা থেকে প্রায় পৌনে দুই শত বছর আগের ইমাম।

আর অপর দিকে لَا بَأْسَ بِهِ শব্দের অর্থ হলো - মুস্তাহাব। দলিল,

فَكَلِمَةُ لَا بَأْسَ وَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ اسْتِعْمَالُهَا فِيمَا تَرْكُهُ أَوْلَى، لَكِنَّهَا قَدْ تُسْتَعْمَلُ فِي الْمَنْدُوبِ.(رد المحتار ط دار الفكر ج ١ ص ١١٩، دار عالم الكتب ج ١ ص ٢٤١)

অনুবাদঃ সুতরাং لَا بَأْسَ শব্দটি যদি তার ব্যবহৃত স্থানে গালিব তথা স্থর উন্নত হয়ে পড়ে তথা মানদূব থেকে সুন্নতে মুআক্কাদাহ বা ওয়াজিব কিংবা ফরজে উন্নীত হয়ে পড়ে তাহলে তা তরক করাই ভাল। কেননা, لَا بَأْسَ মনদূবের অর্থ প্রদান করে। (রদ্দুল মুহতার, দারুল ফিকর এর ছাপা ১/১১৯, দারু আলামিল কুতুব এর ছাপা ১/২৪১)

আর মানদূব কাকে বলে তার উল্লেখ পাওয়া যায়, আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবা'আহ কিতাবে। যেমন উক্ত কিতাবে আছে,

الثاني سنة غير مؤكدة، ويسمونها مندوباً ومستحباً، وهي ما يثاب على فعله، ولا يعاقب على تركه. (الفقه على المذاهب الاربعة ط العلمية ج ١ ص ٦١)

অনুবাদঃ সুন্নতের দ্বিতীয় প্রকারের নাম, "সুন্নতে গায়রে মুআক্কাদাহ"। আর তার অপর নাম সমূহ হলো- 'মনদূব ও মুস্তাহাব'। আর তার কর্তা সওয়াব পাবে কিন্তু তরক কারীকে কোনপ্রকারের

আযাব দেয়া হবেনা। (আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবা'আহ, দারুল কুতুব আল ইলমিইয়্যাহ এর ছাপা ১/৬১)

সুতরাং বলা চলে لَا بَأْسَ শব্দের অর্থ মুস্তাহাব। তাই হানাফী মাযহাবের নির্ভরযোগ্য ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল ফদ্বল আবু বকর আল ফদ্বলী আল কামারী আল বুখারী আল হানাফী রাহিমাহুল্লাহ এর মতে জানাজার নামাজ পরবর্তী দু'আ মোস্তাহাব প্রমাণীত হলো।

ইমাম ফদ্বলী রাহিমাহুল্লাহ কেমন ইমাম ছিলেন তার পরিচয় স্বয়ং দেওবন্দী আলেমের মূখ থেকেই শুনা যাক। মাওলানা আব্দুল হাই লৌখনভী সাহেব বলেন,

الفضلي هو [محمد بن الفضل] أبو بكر الفضلى الكَمَارى البخارى . كان اماما كبيرا و شيخا جليلا معتمدا فى الرواية مقلدا في الدراية رحل اليه أئمة البلاد و مشاهير كتب الفتاوي. مات سنة احدى وثمانين وثلاثمائة ٣٨١ ه . (الفوائد البهية في تراجم الحنفية للكنوى ١٨٤)

অনুবাদঃ আল ফদ্বলী তিনি মুহাম্মাদ ইবনুল ফদ্বল আবু বকর আল ফদ্বলী আল কামারী আল বুখারী রাহিমাহুল্লাহ। তিনি মাযহাবের অনেক বড় ইমাম ও মহান শায়খ ছিলেন। রেওয়ায়েতের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন গ্রহণযোগ্য আর মাসআলাহ ইস্তেম্বাতের ক্ষেত্রে মুকাল্লিদ। বিভিন্ন দেশের ইমামগণ তার নিকট যাতায়াত করতেন। আর তিনি ফাতাওয়ার কিতাব সমূহে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব। ৩৮১ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেছেন। (আল ফাওয়ায়েদুল বাহিইয়্যাহ ফী তারাজিমিল হানাফিইয়্যাহ পৃঃ ১৮৪)

সুতরাং, ১০৫৭ বছর পূর্বের এই সম্মানীত ইমামের ফতওয়া মানতে কারোও কোন অসুবিধা থাকার কথা নয়।

এর পরও দেখুন, ছাহিবুল বাহর এখানে কি বলছেন,

وَمَنْ لَا يُحْسِنُ الدُّعَاءَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ كَذَا فِي الْمُجْتَبَى. (البحر الرائق ط دار الكتاب الإسلامي ج ٢ ص ١٩٧، العلمية ج ٢ ص ٣٢١)

অনুবাদঃ আর কেউ যদি সুন্দর করে দু'আ করতে পারেনা (মানে হলো, যে ব্যক্তি فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ এর উপর আমল করতে অক্ষম হয়) সে যেন শুধু মাত্র اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ এটুকুই বলে। এ কথাটি মুজতাবা কিতাবে আছে। (আল বাহরুর রায়েক, দারুল কিতাব ২/১৯৭, ইলমিইয়্যাহ ২/৩২১)

পাঠক! দেখুন এখানে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি সুন্দর করে দু'আ করতে পারেনা সে বলবে, اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ। "হে আল্লাহ! মুমিন - মুমিনাদের ক্ষমা করে দাও"।

এখানে প্রশ্ন হলো, সমাজে এধরনের মানুষের কি অভাব আছে, যারা আরবীতে কোন দু'আই জানেনা? এসব আম জনতা দয়াল নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার নির্দেশ فَأَخْلِصُوا এর উপর কি রূপে আমল করবে? এ ক্ষেত্রে জানাজার নামাজের পরে ইজতেমায়ী দু'আ ছাড়া বিকল্প পদ্ধতি আর কি হতে পারে? যেমন নবীজী হুযুর নবীয়ে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ. رواه أبو داود.

অনুবাদঃ যখন তোমরা জানাজার ছালাত তথা নামাজ পড়ে নেবে তখন তার জন্য খাছ করে দোয়া করবে। (সুনান আবু দাউদ ৩১৯৯)

সুতরাং জানাজার নামাজের পরে দু'আ করা অবশ্যই বৈধ; বরং মুস্তাহাব। যারা বলেন জায়েজ নয়; বেদাত, কিংবা মাকরূহ, তাদের ফতওয়া সম্পূর্ণ ভুল ও মনগড়া।

আকাবিরীনে উলামায়ে দেওবন্দের ফতওয়া

** দারুল উলুম দেওবন্দের মুফতীগণ বলেছেন,

(سوال : ٣١٠٣) : بعد نماز جنازہ قبل دفن اولیاء میت مصلیوں سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ تین تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑہ کر میت کو ثواب بخش دیویں ۔

(الجواب) : ایصال ثواب میں کچہ حرج نہیں ہے ۔ پس اگر بعد نماز جنازہ کے تمام لوگ یا بعد سورہ اخلاص کو تین بار پڑہ کر میت کو ثواب پنچاویں تو اس میں کچہ حرج نہیں ہے ۔ { فتاوی دارالعلوم دیوبند ج ۵ ص ۲۸۳}

অনুবাদঃ (সওয়াল নং ৩১০৩) জানাজার নামাজের পর দাফনের পূর্বে মৃতের অভিভাবক মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে বললেন, আপনারা ৩ বার করে সূরা এখলাছ পড়ে মৃতব্যক্তিকে সওয়াব রেসানী করুন (এটা কেমন হবে) ?

জবাবঃ ঈসালে সওয়াবে কোন অসুবিধা নেই। সুতরাং জানাজার নামাজের পর সকল লোক কিংবা কয়েক জন মিলে সূরা এখলাছ ৩ বার করে পড়ে সওয়াব রেসানীতে কোনই অসুবিধা নেই। (ফতওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ, দারুল ইশাআত করাচীর ছাপা ৫/২৮৩)

(سوال ۳۱۳۴) : بعد نماز جنازہ قبل دافن چند مصلیوں کا ایصال ثواب کے لئے سورہ فاتحہ ایک بار اور سورہ اخلاص تین بار آہستہ آواز سے پڑہنا اور امام جنازہ یا کسی نیک آدمی کا دونوں ہاتہ اٹہا کر مختصر دعا کرنا شرعا درست ہے یا نہیں ؟

(الجواب) : اس میں کچہ حرج نہیں ہے لیکن اس کو رسم کر لینا اور التزام کرنا مثل واجبات کے اس بدعت بنادے گا ۔ { فتاوی دارالعلوم دیوبند ج ۵ ص ۹۴-۲۹۳}

অনুবাদঃ (সওয়াল নং ৩১৩৪) জানাজার নামাজের পর দাফনের পূর্বে কিছু মুছল্লী ঈসালে সওয়াবের নিয়তে সূরা ফাতেহা ১ বার, সূরা এখলাছ ৩ বার স্বল্প আওয়াজে পড়া এবং জানাজার ইমাম কিংবা কোন নেক মানুষ দুই হাত উঠিয়ে সংক্ষিপ্ত দু'আ করা শরীয়তে জায়েজ কি না?

জবাবঃ এতে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু এটাকে এমন রুসম বানানো যাবেনা যা ওয়াজিবের মত মনে করা হয়ে থাকে। যদি তাই করা হয়, তবে তা বিদআতের পর্যায়ে চলে যাবে। (ফতওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ, দারুল ইশাআত করাচীর ছাপা ৫/২৯৩-৯৪)

** মাওলানা কেফায়েত উল্লাহ সাহেব বলেন,

رہی اباحت ، تو اس کے متعلق یہ عرض ہے کہ فقہائے کرام سے نماز جنازہ کے بعد دعا کرنے میں دو قول منقول ہیں، ایک تو یہ کہ کچہ مضائقہ نہیں{وعن الفضلی : لا بأس به . (البحر الرائق ، کتاب الجنائز ، فصل السلطان احق بصلاته ج ۲ ص ۱۹۷)} ، دوسرے یہ کہ نہ کرنی چاہئیے { لا یقوم بالدعاء بعد صلاة الجنازة لانه دعا مرة . (بزازية ج ٤ ص ۸۰)}. [كفاية المفتى ج ٤ ص ۷۵]

অনুবাদঃ বাকি রইল বৈধতার বিষয়টি। এব্যপারে ফকীহগণ দু'টি মত ব্যক্ত করেছেন। ১. কোন সমস্যা নেই (যেমন, ইমাম ফদ্বলী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, দু'আ করাতে কোনই অসুবিধা নেই (এটা বর্ণিত আছে, আল বাহরুর রায়েক, কিতাবুল জানায়েজ, বাদশাহ জানাজার নামাজ পড়ানোর অধিক হকদার অধ্যায়ে ২/১৯৭)। আর দ্বিতীয় অভিমত হলো, না করা চাই (যেমন বাযযাযিয়াতে আছে, জানানাযার নামাযের পর দু'আর জন্য দাঁড়াবেনা। কেননা, জানাজার নামাযের অধিকাংশই দু'আ। আর দু'আ একবার - বাযযাযিয়াহ ৪/৮০। (কেফায়াতুল মুফতী, দারুল ইশাআত করাচীর ছাপা ৪/৭৫)

** মাওলানা আব্দুল হক হাক্কানী দেওবন্দী সাহেব বলেছেন,

تکرار دعا بذات خود ممنوع نہیں ہے ورنہ اوقات خمسہ میں سلام سے قبل دعا کرنے کی وجہ سے دعا بعد السلام کا ممنوع ہونا لازم ہوگا ۔

پس بناء بر تحقیق یہ کراہت تشبیہ پر مبنی ہوگی کہ اس دعاء سے نماز جنازہ پر زیادت اور توہم تکرار لازم آتے ہیں ، جیساکہ فرائض کے بعد متصل اسی مکان میں سنت پڑہنا بہی اسی وجہ سے مکروہ ہے ۔

اور تشبیہہ اس وقت لازم ہوتی ہے جب صفوف میں کہڑے ہوکر دعا کی جائے اور چونکہ کسرالصفوف کے بعد یہ تشبیہ موجود نہیں ہوتی لہٰذا کراہیت بہی نہ ہوگی ۔ (فتاوی حقانیة ج ۲ ص ۵۷)

অনুবাদঃ তাকরারে দু'আ (দু'আ বার বার হওয়া) মূলতঃ নিষেধ নয়। সুতরাং জানাজার নামাজের পর তাকরারে দু'আর অজুহাতে দু'আ নিষেধ করলে পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজের পর একই অজুহাতে ফরজ নামাজ পরবর্তী (সুন্নত) দু'আ নিষেধ হওয়া লাজিম হয়ে পড়ে। (কারণ, শেষ বৈঠকে اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا পড়ে সালাম ফিরায়েই দু'হাত তুলে মুনাজাত করা হয়ে থাকে)।

সুতরাং বিশদ তাহকীকের পর একথা ই বলা যায় যে, ঐ দু'আ ই মাকরূহ, যে দু'আর মাধ্যমে "তাকরারে জানাজা"(জানাজা একাধিক বার পড়া) কিংবা "যিয়াদাত" (চার তাকবীরের বেশী হওয়া)'র ধারণা পয়দা হয়ে পড়ে।

যেমন, এই একই কারণে ফরজ নামাজ পড়ে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে সুন্নত নামাজ পড়া মাকরূহ।

এবং জানাজার নামাজ পরবর্তী দু'আর ক্ষেত্রে {"তাকরারে জানাজা"(জানাজা একাধিক বার পড়া) কিংবা "যিয়াদাত" (চার তাকবীরের বেশী হওয়া)'র ধারণা} তখনই পয়দা হবে যখন কাতারে দাঁড়িয়ে দু'আ করা হবে। কিন্তু যদি কাতার ভঙ্গ করে দু'আ করা হয় তখন আর এই তাশবীহ থাকেনা। সুতরাং এ ক্ষেত্রে জানাজার নামাজের পর দু'আ করা কোন মতেই মাকরূহ হবেনা। (ফতওয়া হাক্কানিয়া ২/৫৭)

** দেওবন্দী মুফতী মুহাম্মদ ফরীদ সাহেবের বক্তব্য,

اور بعد السلام بعد کسر الصفوف بلا التزام ممنوع نہیں ہے ۔ (فتاوی فریدیة ج ۳ ص ۲۱۸)

অনুবাদঃ আর জানাজার নামাজের সালাম ফিরায়ে ঐচ্ছিক মনে করে কাতার ভংগ করে দু'আ করা নিষেধ নয়। (ফতওয়া ফরীদিয়াহ ৩/২১৮)

** মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ লুদিয়ানভী সাহেব বলেছেন,

شریعت کا حکم یہ ہے کہ جو عبادت اجتماعی طورپر ادا کی گئی ہے اس کے بعد تو دعا اجتماعی طور پر کی جائے ۔ (اختلاف امت اور صراط مستقیم ص ۱۲۹)

অনুবাদঃ শরীয়তের হুকুম হলো, যে ইবাদত জামাতের সাথে করা হয়, তারপরে দু'আও জামাতের সাথেই হবে। (এখতেলাফে উম্মত আওর ছিরাতে মুস্তাকিম, হাকিমুল উম্মত প্রকাশনী, পৃষ্ঠা নং ১২৯)

এখানে মাওলানা সাহেবের সাথে একমত হয়ে বলতে হয়, যারা বলেন দু'আ একাকী হবে, উনারা ইজতেমায়ী ইবাদতের পর দু'আ করার সময় এ কথাটি কোন মতেই বলতে পারেন না যে, দু'আর ক্ষেত্রে একাকী হয়ে যাও।

সুতরাং উপরুক্ত দীর্ঘ আলোচনার পর আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি, জানাজার নামাজের পর দু'আ করা সম্পুর্ণ বৈধ ও সওয়াবের কাজ। তবে যারা দু'আ করেন না তাদের বিরুদ্ধে আমাদের কোনই অভিযোগ নেই। কিন্তু যারা ফতওয়া জারী করে জানাজার নামাজ পরবর্তী দু'আ বন্ধ করতে চান তাদের জন্যেই আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

সকলেই যেন, যার যার অবস্থানে থেকে ইস্তেহসানের দৃষ্টিতে বিষয়টি বিবেচনা করে নেই এবং সমাজকে ফিতনা মূক্ত রাখি। মনে রাখতে হবে, সমাজে বসবাস কৃত মুসলিম ভাই-বোনদের সকলেরই অধিকার রয়েছে। এক্ষেত্রে কাউকেই অবহেলার চোখে দেখা যাবেনা। নবীজী হুযুর নবীয়ে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার উম্মত আমরা সকলেই ভাই ভাই।

মহান আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে যেন মিলেমিশে উখুওয়াতের ভিত্তিতে সমাজে বসবাসের তাউফিক নছিব করেন আমিন!